*The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi*
*Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402*

# আধুনিক আরবি কাব্যরীতির প্রচলনে আব্বাস আল ‘আক্কাদের ভূমিকা

## [Akkad's Contribution to the School of Modern Arabic Poetry]

Al-Amin
Assisant Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

**ARTICLE INFORMATION**

*The Faculty Journal of Arts*
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 29 July 2024
Received in revised: 27 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:

*Acquaintance of Akkad, the establishment of the Diwan School, The renewal of Akkad, models of Akkad's poems, Akkad's evaluation as a writer and critic*.

**ABSTRACT**

Akkad's influence on modern Arabic poetry is profound, marking him as a transformative figure in literary history. His work represents a compelling fusion of classical tradition and modern sensibilities, reshaping Arabic verse and positioning him among the most influential poets of his time. At the heart of Akkad’s contribution is his skillful balance between traditional Arabic poetic forms and contemporary themes. By integrating classical meters and structures with modern relevance, he revitalizes the poetic language to reflect the realities of Arab society today. This synthesis enables his poetry to serve as a bridge between the rich literary heritage of the Arab world and the dynamic challenges of the present, resonating with readers across generations. Akkad’s themes span a wide range of human emotions and social concerns—from love and longing to political critique and existential inquiry. His verses provide a deep, emotional reflection on the human condition while engaging with the social and cultural issues of his time. Beyond his poetic compositions, Akkad has also made lasting contributions to literary criticism. His insightful analyses and commitment to artistic freedom have influenced discourse within Arabic literary circles and inspired emerging writers to explore new forms of expression. Ultimately, Akkad's role in the school of modern Arabic poetry lies in his ability to innovate while honoring tradition. His legacy continues to inspire poets, scholars, and readers alike, offering a timeless model of artistic excellence and intellectual engagement in the Arab literary world.

**ভূমিকা:** আব্বাস মাহমুদ আল-‘আক্কাদ ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভাবান মানুষ। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। তিনি কায়রোর আরবি ভাষা একাডেমির সদস্য ছিলেন। জীবনে নানা বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর লেখা কখনো থামেনি। তাকে বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী মিশরীয় লেখকদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে ধরা হয়। রাজনীতি ও সাহিত্য, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। মানব সভ্যতার ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তাঁর বুৎপত্তি ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁর লেখা কবিতা, সাহিত্য সমালোচনা, ইসলামি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ও জীবনীমূলক রচনা আরবি সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। তিনি কবিতা ও সাহিত্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগৎ তৈরি করেছিলেন। ইসলামি সাহিত্যের নিজস্ব রং এবং শৈলীতে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি একজন রোমান্টিক কবি ছিলেন। তাকে একজন বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

**আল ‘আক্কাদের পরিচয়:** আব্বাস মাহমুদ আল-‘আক্কাদ, ১৮৮৯ সালের ২৮ জুনে মিশরের আসওয়ান শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন মিশরীয় এবং মা কুর্দি বংশের। তাঁর বাবা দামিয়েটো নামক মিশরীয় উপশহর থেকে আসওয়ানে এসে স্থায়ী হন। আল-‘আক্কাদ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি মকতবে অধ্যয়নের পর প্রাইমারি সমাপ্ত করেন এবং তারপর উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হন। নিজের মেধা ও যোগ্যতার কারণে শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তবে আর্থিক সংকটের কারণে তাঁর শিক্ষাজীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তিনি নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পর্যটকদের সাথে থেকে তিনি ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন।

নিজ উদ্যোগে বই কিনে, বিভিন্ন পাঠাগার ও ব্যক্তির কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে নিজে নিজে পড়াশোনা করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন যা তাকে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে সাহায্য করে।[১]

আব্বাস মাহমুদ আল 'আক্কাদ একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদ ছিলেন, যিনি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের চাকুরি করেছেন। কায়রোতে আসার পর তিনি রেশম কারখানা ও রেলওয়ের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। এরপর মিশরের কানা ও শারকিয়্যাহ প্রদেশের মুহুরি (সরকারি কেরানি) হিসেবে চাকুরি করেন এবং টেলিগ্রাফ ও ওয়াকফ মন্ত্রনালয়ে কর্মরত ছিলেন। আল-'আক্কাদ ছিলেন একজন জ্ঞানপিপাসু মানুষ, তিনি তাঁর আয়ের অধিকাংশই বই কেনার জন্য ব্যায় করতেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁর ইংরেজি ভাষার দক্ষতা ছিল চমৎকার এবং তিনি ফরাসি ভাষারও পণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া তিনি জার্মান সাহিত্যেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং একাধারে আটটি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তবে এসব চাকুরি তাঁর মনকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তাই তিনি স্বেচ্ছায় চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। এরপর তিনি সাংবাদিকতায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। **১৯০৭** সালে মুহাম্মদ ফরিদের সাথে মিলে আল-দস্তুর পত্রিকা প্রকাশ করেন। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তিনি কবি ড. মুহাম্মদ হুসাইনের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

**১৯১২** সালে আল-আক্কাদ আল-বয়ান পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যা ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের প্রধান মুহাম্মদ মুওয়াইলিহির নজরে আসে। তিনি আল-আক্কাদের প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং তাকে সচিবালয়ে (দিওয়ান) নিয়োগ দেন। পরবর্তীতে তিনি আল-মু'আইয়াদ পত্রিকায় যোগ দেন। যেখানে তিনি মাযিনী এবং আব্দুর রহমান শুকরীর সাথে পরিচিত হন। আল-'আক্কাদ সাংবাদিকতা ছেড়ে তাঁর বন্ধু ইবরাহীম আল মাযিনির সাথে শিক্ষকতায় যোগ দেন। তিন বন্ধুর প্রচেষ্টায় একটি নতুন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল দিওয়ান স্কুল নামে পরিচিত।[২]

**রাজনীতিক 'আক্কাদ:** 'আক্কাদ ছিলেন একজন সাহসী রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, যিনি যে কোনো বিষয়ে খোলামেলা বক্তব্য দিতেন। তিনি মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম এবং সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। তাঁর লেখনি জাতীয় জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। ত্রিশের দশকে আল আক্কাদ আল-ওয়াফদ পত্রিকাবিরোধিদের সাথে যোগ দেন এবং অনেক কলাম লিখেন। যেখানে তিনি সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে **১৯৩০** থেকে **১৯৩১** সালের মধ্যে কিছু সময় তাকে জেলে থাকতে হয়। এমনকি তিনি মাল্টায় নির্বাসনে যেতেও বাধ্য হন।[৩] **১৯৪২** সালে যখন অ্যাডলফ হিটলারের বাহিনী মিশরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আল আক্কাদ হিটলারের তীব্র সমালোচক হয়ে ওঠেন। হিটলারের সমালোচনার প্রতিশোধের ভয়ে তিনি সুদানে চলে যান। হিটলার যখন সামরিক অগ্রগতির শীর্ষে, সেসময় **১৯৪০** সালের জুন মাসে তিনি হিটলার অন দ্যা ব্যালেন্স গ্রন্থে হিটলারের বর্বর কাজ সম্পর্কে লিখেছিলেন। যেখানে তিনি নাৎসিবাদকে স্বাধীনতা, আধুনিকতা এবং মানুষের অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেছিলেন, হিটলার স্বাধীনতা, আধুনিকতা এবং মানব অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিজম উভয়েরই তিনি প্রবল বিরোধী ছিলেন এবং কঠোর সমালোচক ছিলেন। লেখালেখির পাশাপশি রাজনৈতিকভাবেও তিনি ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিজমের বিরোধিতা শুরু করেন। এর অংশ হিসেবে আল 'আক্কাদ এক সময় ওয়াফদ পার্টির সদস্য হিসেবে মিশরের সাংসদ নির্বাচিত হন এবং পরে ডেপুটিজ চেম্বারের সদস্য হন।[৪]

**১৯৩২** সালে আল 'আক্কাদ মিশরে আরবি ভাষা একাডেমরি সদস্য নির্বচিত হন। **১৯৬০** সালে তাকে সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।[৫] পঞ্চাশের দশকে জামাল আবদেল নাসেরের শাসনামলে জাতীয় পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাকে  কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর অব ফিলোসোফি ডিগ্রি প্রদান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি এ ডিগ্রি গ্রহণ করেননি।[৬]

আল-'আক্কাদ **১২** বা **১৩**ই মার্চ, **১৯৬৪** সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃতদেহ দাফনের জন্য তাঁর নিজ শহর আসওয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়।[৭]

**'আক্কাদের জীবনে নারী:** আল 'আক্কাদের জীবনে দুজন নারীর আগমন ঘটে। প্রথমজন ছিলেন তাঁর স্ত্রী, যাকে তিনি তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সারাহ হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন। দ্বিতীয়জন ছিলেন বিখ্যাত মিশরীয় অভিনেত্রী মাদিহা ইউসারি। মাদিহা ইউসারির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি আক্কাদ নিজেই শেষ করে দিয়েছিলেন, কারণ একজন অভিনেত্রী হিসেবে ইউসারির ক্যারিয়ার তাঁর জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আক্কাদ মাদিহা ইউসারির সঙ্গে এই সম্পর্ক নিয়ে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, যার নাম সাইক্লোনস অব সানসেট; আরবিতে আ'য়াসিরু মাগরিব (أعاصير مغرب)। প্রখ্যাত মিশরীয় লেখক আনিস মানসুর ও অন্যান্যদের মতে, আক্কাদ তাঁর শোবার ঘরে একটি চিত্রকর্ম রেখেছিলেন যেখানে একটি তেলাপোকা একটি সুন্দর কেকের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিল। ধারণা করা হয়, আক্কাদ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যে জিনিস

দেখতেন, তা ছিল তেলাপোকা এবং সন্ধ্যায় ঘুমানোর আগে শেষ যে জিনিসটি দেখেতেন, তাও ছিল তেলাপোকা। ছবিটি তিনি সাইক্লোনস অব সানসেট এর প্রতিক হিসেবে রেখেছিলেন। চিত্রকর্মটিতে কেক ছিল সৌন্দর্য এবং বিশুদ্ধতার প্রতীক, যা তেলাপোকার কারনে নষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি মাদিহা ইউসারির ক্ষেত্রে ঘটেছিল। 'আক্কাদ উপলদ্ধি করেছিলেন, মাদিহা ইউসারি তাঁর জীবনে আসার পর তাঁর জীবনটাও ঐ সুন্দর কেকটির মতো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সাইক্লোনস অব সানসেট একটি অনন্য রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ ছিল। যা সেই সময় বেশ আলোড়ন তুলেছিল। এছাড়াও 'আক্কাদ মাই যিয়াদা এবং ১৯৪০ সালে কুড়ি বছরের তরুনী হানুমা খলীলের প্রেমেও জড়িয়েছিলেন।[৮]

**'আক্কাদের উপর সিরিজ নাটক:** 'আক্কাদের জীবনের উপর ভিত্তি করে ১৯৮০- এর দশকের গোড়ার দিকে মিশরে একটি টেলিভিশন সিরিজ নির্মিত হয়, যার নাম ছিল দ্য জায়ান্ট, আরবি ভাষায় আল 'ইমলাক। এই নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মিশরের প্রখ্যাত অভিনেতা মাহমুদ মুরসি। কায়রোর নাসর সিটি এলাকায় আক্কাদের নামে একটি রাস্তা রয়েছে, যা তাঁর স্মৃতিকে সম্মানিত করে রেখেছে।

**রচনাবলি:** আব্বাস আল 'আক্কাদ ছিলেন একজন কিংবদন্তিতুল্য লেখক। তিনি তাঁর জীবনে একশোরও বেশি বই এবং সহস্রাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে আল কুরআনের দার্শনিক বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক মুসলিম নেতাদের জীবনী, দর্শন, ধর্ম এবং কবিতা বিষয়ক বইগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তিনি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছেন তাঁর 'আবকারিয়্যাহ সিরিজের জন্য। এই সিরিজে তিনি সাতজন সাহাবির জীবনচিত্র অত্যন্ত গভীরতার সাথে তুলে ধরেছেন, যা তাকে চিরস্মরনীয় করে রেখেছে।

**রচনাবলি:** আব্বাস আল-'আক্কাদ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি একশোরও বেশি বই এবং কয়েক হাজার প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি আল কুরআনের দার্শনিক অধ্যয়ন এবং ঐতিহাসিক মুসলিম নেতাদের জীবনীসহ দর্শন, ধর্ম এবং কবিতা সম্পর্কে শতাধিক বই লিখেছেন। তাঁর 'আবকারিয়্যাহ' সিরিজের সাতটি বই রয়েছে। সেখানে তিনি সাতজন সাহাবির জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। আল 'আক্কাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে- ১. গারাহ (উপন্যাস), ১৯৯৯। ২. 'আবকরিয়্যাহ আল-ইমাম 'আলী (আরবিতে লেখা) ২০০৩। ৩. 'আবকরিয়্যাহ মুহাম্মাদ, ২০০৪। ৪. 'আবকরিয়্যাহ 'উমার, ২০০৭। ৫. 'আবকরিয়্যাহ খালিদ, ২০১১। ৬. জুন নুরাইন: 'উসমান ইবনু আফফান, ২০১২। ৭. 'আবকরিয়্যাহ আস-সিদ্দিক, ২০০৮। ৮. আস-সিয়াসাহ ফিল ইসলাম, ২০০৮। ৯. Averroes (ইংরেজি), ১৯৯২। ১০. আস সাহিয়ুনিয়্যাহ আল-'আলামিয়্যাহ। ১১. আদ-দিমুকিরাতিয়্যাহ ফিল ইসলাম (১৯৫২)। ১২. ইয়াকজাতুস সাবাহ (তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন, যা প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, ওয়াহজ আল জাহিরা, আশবাহুল আসিলসহ চারটি দিওয়ান রচনার পর দিওয়ানুল 'আক্কাদ নামে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। এরূপ তাঁর মোট দশটি দিওয়ান বা কাব্যসংকলন রয়েছে)। ১৩. আল-ফালসাফাতুল কুরআনিয়্যাহ (১৯৪৭)। ১৪. ওয়াহইউল আরবা'ঈন (১৯৪২)। ১৫. আদ-দিওয়ান ফিন-নাকদি ওয়াল আদাব (১৯২১)। আল- 'আক্কাদের অধিকাংশ গ্রন্থ কায়রোস্থ দার আল-নাহদা মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'আক্কাদের অসংখ্য প্রবন্ধ আল বালাগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৯]

**দীওয়ান স্কুল প্রতিষ্ঠা :** আরবি সাহিত্য ধীরে ধীরে তিনটি স্তর পেরিয়ে বর্তমান উন্নতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রথম স্তর হলো- উত্থান-পূর্ব যুগ, যা তুর্কী যুগ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় স্তরটি উত্থান যুগ, যার শুরু হয় নেপোলিয়নের শাসনকালে। এই সময় আরব বিশ্বে প্রেস, সংবাদপত্র, বিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যা আধুনিক সাহিত্যের পথ তৈরি করে। তৃতীয় স্তরটি হলো রক্ষণশীলতা এবং আধুনিকতার মিশ্রণ যুগ। এই যুগের কবিরা প্রাচীন কবিতার ছন্দ ও গঠন ঠিক রেখে বিষয়বস্তুকে নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করেন। মাহমুদ সামী আল বারুদী, আহমদ শাওকী, হাফিজ ইবরাহীম প্রমুখ কবিরা পুনর্জাগররণের কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তারা প্রাচীন ধাঁচে কবিতা লিখতেন। অন্যদিকে, মুতরান, শুকরী ও মাযিনী প্রাচীন কবিতার ধরন পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন এবং ছন্দ ও গঠন ঠিক রেখে বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আনার কথা বলতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে পরিচিতির ফলে তাদের কবিতা লেখার ধরনেও পরিবর্তন আসে, যেখানে প্রাচীন রীতি ও আধুনিকতার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দেখা যায়।[১০]

খলীল মুতরান আধুনিক আরবি সাহিত্যে রোমান্টিক ধারা প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন। সেসময় কবিতা সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে বিস্তৃত পৃথিবীতে বিচরণ শুরু করে।[১১] মুতরানের অনুসরণে ১৯২১ সালে আক্কাদ তাঁর দুই বন্ধু ইবরাহিম আল-মাজিনি ও আব্দুর রহমান শুকরীসহ মাদরাসাতু দিওয়ান নামে একটি নতুন কাব্যধারা শুরু করেন। যদিও এই ধারণার প্রেক্ষাপট ১৯০৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, এই ধারা পরে মিশরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দিওয়ান স্কুল নতুন সাহিত্য পদ্ধতি নিয়ে আসে। মূলত, 'আক্কাদ ও মাজিনি আল-দিওয়ান ফি আল-আদাব ওয়া আল-নাকদ নামে একটি বই লিখে সাড়া ফেলে দেন। তারা সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে প্রাচীন কাব্যরচনার রীতি প্রত্যাখ্যান করা হয়। তারা কবিতার

কাঠামো এবং বিষয়বস্তুতে সংস্কারের কথা বলেন এবং প্রাচীন ছন্দরীতি রক্ষা না করে, পাশ্চাত্য রীতিতে কবিতা রচনার প্রতি আহবান করেন।[১২] যদিও আব্দুর রহমান শুকরী প্রত্যক্ষভাবে এ গ্রন্থের সাথে যুক্ত ছিলেন না। তিনি ১৯০০ সালে এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন এবং পরবর্তীতে এই দুইজনের মতের প্রতি সমর্থন দেন।[১৩]

এই দলটি কবিতার কাঠামো, গঠন এবং ভাষা প্রয়োগে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে কাব্য চর্চার কথা বলেন। তাদের মতে, কবিতার আকৃতি নির্দিষ্ট নিয়মে গঠিত হবে এবং একাধিক অংশ দ্বারা গঠিত দীর্ঘ কবিতা গ্রহণযোগ্যা নয়। কবিতার একক বিষয় প্রধান্য পাবে এবং কোনোভাবে বিষয় পরিবর্তন বা সাংঘর্ষিক ভাব প্রকাশ করা যাবে না। কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে ঐতিহাসিক বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে। জীবনের সাধারণ ও নিরস ঘটনাবলির বর্ণনা পরিত্যাজ্য হবে। তাদের মতে, মৌলিকত্ব, কল্পনা এবং তীব্র আবেগ-অনুভূতি কবিতায় স্থান পাবে। কবিতা হবে মানবিক অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম, ভাষাতত্ত্বের নয়।[১৪] তাদের মতে, কবিতার নিজস্ব ভাষা আছে, যা সমাজ ও জীবনের মাঝে প্রচলিত ভাষা। কবিতা মানুষের জন্য, তাই কবিতার ভাষা হবে মানব সমাজে ব্যবহৃত ভাষা।

দিওয়ান গ্রুপ পুনর্জাগরণ গ্রুপের কবিতার মধ্যে চারটি প্রধান ক্রুটি নির্দেশ করে। তাঁরা মনে করেন:

১. বিচ্ছিন্নতা: পুনর্জাগরণের কবিতায় ভাবের ঐক্য বজায় রাখা হয়নি। তাদের কবিতায় জীবনের সম্পূর্ণ অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেনি। কবিতাকে একটি জীবন্ত দেহের মতো ধরা হয়। যেখানে প্রতিটি অঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। যদি এই অঙ্গগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক না থাকে, তবে কবিতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। একক ভাবের পরিবর্তে বহু বিষয় কবিতাকে দুর্বল করে তোলে।

২. যথাযথ ভাবের অনুপস্থিতি: পুনর্জাগরণের কবিতায় অর্থ বা ভাবের বিকৃতি দেখা যায়। সঠিক ভাব প্রকাশের পরিবর্তে সেখানে অপ্রয়োজনীয় ভাঁড়ামি করা হয়। যুক্তির মূলে না থেকে অসার ও তুচ্ছ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়, যা কবিতার গভীরতাকে হ্রাস করে।

৩. অনুকরণ: পুনর্জাগরণের কবিতায় শব্দ ও ভাবের অনুকরণের প্রভাব স্পষ্ট। এই অনুকরণের ফলে কবিতার প্রকৃত অর্থ ও ভাব ঝাপসা হয়ে যায়। বাক্যে গঠন ও অর্থকাঠামোয় কবিতা স্থবির হয়ে পড়ে, যার ফলে সৃজনশীলতা ও নতুনত্ব অবহেলিত হয়।

৪. বাহ্যিক বিষয়াবলির প্রতি গুরুত্বারোপ: পুনর্জাগরণের কবিতায় মৌলিক ভাব ও অর্থকে উপেক্ষা করে বাহ্যিক আড়ম্বর ও উচ্ছ্বাসের গুরুত্ব দেওয়া হয়। মৌলিক অর্থ বলতে জাতীয় মর্যাদা, গৌরবময় ইতিহাস, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যের কথা বোঝানো হয়। পক্ষান্তরে বাহ্যিক রঙ-রূপ মৌলিক বিষয়াবলির তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে করা হয়।[১৫]

দিওয়ান গ্রুপটি ইংরেজি রোমান্টিক ধারার প্রভাবের নির্যাস। শেক্সপিয়র, কোলরিজ, শেলি, উইলিয়াম, থমাস এবং জন মিলটনের মতো ইংরেজি রোমান্টিক কবিরা এই ধারার অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাদের রচনায় গভীর প্রভাবিত হয়েছিলেন আক্কাদ।[১৬] ফ্রন্সিস বিল হেরিফ, অক্সফোর্ডের অধ্যাপক, শেক্সপিয়রের যুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রচিত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, যা আক্কাদের কাব্যজগতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[১৭]

'আক্কাদ ও মাযিনী নতুন ধারা নিয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেন। যেখানে তাঁরা হফিজ ও শাওকীর কাব্যধারার প্রতি একটি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। ১৯১৪ সালে মাযিনী প্রকাশিত উকাজ পত্রিকায় হাফিজের কাব্যশৈলীকে তীব্র সমালোচনা করেন। অপরদিকে, আক্কাদ ও মাযিনী যৌথ রচনা আল-দিওয়ান আক্কাদ শাওকীর কবিতার শৈলীর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তোলেন। তাদের দিওয়ান গ্রন্থে বেশিরভাগ অংশই পুনর্জাগরণবাদী কবিদের কঠোর সমালোচনায় ভরপুর। কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে আরবি সাহিত্যে শাওকীর মূল্যবান অবদান যথাযথভাবে বিচার করা হয়নি। আল-দিওয়ানে শাওকীর কবিতার বাক্যগঠন ও ভাবের প্রকাশে যেসব ক্রুটি ধরা পড়েছে, তা বিষদভাবে বিশ্লেষন করা হয়েছে, যেখানে শাওকীর প্রতি সমালোচনার মাত্রা চরমে পৌঁছে গিয়েছে।[১৮]

**'আক্কাদের কাব্যসংস্কার:** 'আক্কাদের কাব্য সংস্কার ছিল একটি বিশেষ অধ্যায়, যেখানে তাঁর লেখনিতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শেক্সপিয়র এবং জন মিলটনের রচনাগুলো তাকে প্রভাবিত করেছিল, যা তাঁর কব্যধারায় স্পষ্ট। তিনি এই উপন্যাসগুলো আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন, যা তাঁর কাব্যিক ভাষা এবং ভাবনার জগতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। পাশাপাশি ইসলামি চিন্তাধারার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, যা তাঁর কাব্যসংস্কারের একটি অনন্য দিক।

'আক্কাদ তাঁর কাব্য সংস্কারে একটি নতুন দিগন্ত উম্মোচন করেন। তিনি কবিতার অর্থবোধে সংস্কার এনেছেন, তবে ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেননি। তাঁর লেখনিতে প্রাচীন মিশরের ফেরাউনি আমলের সভ্যতা এবং তার গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণনা বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এছাড়া আধুনিক মিশর এবং মিশরীয়দের রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্ববোধের আবেগও তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন।[১৯]

দিওয়ান গ্রুপের মাধ্যমে আক্কাদ কাব্যসংস্কারের চারটি মূল ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছিলেন, যা কাব্যের অর্থ, ভাব এবং সমাজের প্রতি কবির দায়িত্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

**১. الوحدة العضوية বা আঙ্গিক ঐক্য:** দিওয়ান গ্রুপের প্রধান আপত্তি ছিল মুকাল্লিদ কবিদের প্রতি, যাদের কবিতাগুলোতে প্রাচীন ধাঁচের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি ছিল স্পষ্ট। আধুনিক কবিতার প্রধান শর্ত হলো-ছন্দ ও ভাবের মধ্যে ঐক্য। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে মুকাল্লিদ কবিরা পুনর্জাগরণের পথপ্রদর্শক হিসেবে সঠিক পথে নেই। কবিতার বিষয়বস্তু ও ভাবের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকা উচিত। শুকরির মতে, কবির দায়িত্ব হলো-কবিতার বিভিন্ন দিক ও কল্পনার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করা।[২০]

দিওয়ান স্কুলের মতে, রোমান্টিক কবিতা একক বিষয়কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। কবি কোনো একটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে একক ভাবের প্রকাশ করবে। যেমন প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ছবির বিভিন্ন অংশ ও সঙ্গীতের সুরের মধ্যে মিল থাকা জরুরি, তেমনি কবিতার ভেতরেও সমজাতীয় ভাবনার প্রকাশ জরুরি। কবিতার প্রতিটি অঙ্গের মধ্যে ঐক্য ও সঙ্গতি থাকতে হবে। কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে, সেই কবিতা আর নিপুণ শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য হয় না। কবিতা একজন জীবন্ত মানুষের দেহের মতো, যার প্রতিটি অঙ্গ একেকটি যন্ত্রাংশের মতো কাজ করে।[২১] এই অঙ্গগুলোর মধ্যে চিন্তাশীল অনুভূতির মাধ্যমে সংযোগ ও সমন্বয় তৈরি করতে হয়।[২২] মুহাম্মদ মুসায়িফের মতে, কবি একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে বা কল্পনা করে, সেই বিষয়কে চিত্রিত ও ব্যাখ্যা করতে কবিতার পঙক্তিগুলো ব্যবহার করবেন, যেন প্রতিটি পঙক্তির মধ্যে ভাব ও বক্তব্যের পূর্ণতা থাকে।[২৩]

'আক্কাদ কবিতার বিষয়বস্তু প্রাচীন বা আধুনিক এবং সৃজনশীল এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, যেকোনো বিষয়ই কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে, তা প্রচীন বা আধুনিক হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, সেই বিষয়টি কবির আবেগ ও অনুভূতির মাধ্যমে কতটা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যে কোনো বিষয় কবির মনে সাড়া জাগাতে পারে, কবির মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কবি যখন সেই বিষয়টিকে নিজের যোগ্যতা ও সক্ষমতায় প্রকাশ করেন, তখনই তা সার্থক হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে তুচ্ছ বিষয়ও শক্তিশালী রূপ ধারণ করতে পারে, যা মর্যাদার দিক থেকে শক্তিশালী বিষয়বস্তুর চেয়েও উচ্চতর অবস্থানে আসীন হয়।

**২. الوحدة الموضوعية বা বিষয়গত ঐক্য:** 'আব্বাস আল 'আক্কাদ-কবিতার বিষয়সস্তু প্রাচীন বা আধুনিক ও সৃজনশীল এই দুই শ্রেণিতে বিভাজিত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, যে কোনো বিষয়ই কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে, তা প্রাচীন হোক বা আধুনিক, বিষয়টিকে আবেগের সাথে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যে কোনো বিষয়ই কবির হৃদয়ে নাড়া দিতে পারে, অনুভূতির ঝংকার সৃষ্টি করতে পারে। কবি যদি তাঁর প্রতিভা ও ক্ষমতার আলোকে সেই বিষয়কে প্রকাশ করতে সক্ষম হন, সেটাই তাঁর কবিতার স্বার্থকতা। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কোনো বিষয়ও কবির স্পর্শে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, যা অনেক সময় শক্তিশালী বিষয়বস্তুর তুলনায় উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।[২৪]

**৩. اللغة الشعرية বা কাব্যিক ভাষা:** কবিগণ সমাজের মধ্যবিত্তের ভাষাকে কবিতার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রভাবিত হওয়া এবং অন্যকে প্রভাবিত করা কবিদের সহজাত প্রবৃত্তি। তাঁরা এই প্রভাব এবং তা থেকে উদ্ভূত আবেগের উপর নির্ভর করেন। সাধারণ মানুষের স্তর এবং গুরুত্ব অনুযায়ী এই আবেগকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করাই কবিদের লক্ষ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলা যায়, ভাষার গুরুত্ব নিহিত আছে শব্দ, বাক্য এবং গভীর আবেগঘন ভাবের মধ্যে। শুকরির মতে, ভাষাকে উঁচু বা নিচু হিসেবে ভাগ করা অর্থহীন। কারণ ভাষার মর্যাদা নির্ভর করে ভাব ও অর্থ প্রকাশের ওপর। যথাস্থানে প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়, অপরিচিত বা দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ভিত্তিতে নয়।[২৫] ভাষা যতটা স্বাভাবিক ও সহজসরল হবে, পাঠকের মনে তা ততটাই গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। রোমান্টিক কবিগণ বৃক্ষ, সমুদ্র, আকাশ-জমিনের প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে কবিতায় ব্যবহারে বেশি আগ্রহী। কারণ এগুলোর মাধ্যমে মানসিক প্রভাবকে সহজেই প্রকাশ করা যায়।

**৪. الصورة الشعرية বা কাব্যিক কাঠামো:** দিওয়ান গ্রুপ কবিতার গঠনশৈলীতে রূপকের ব্যবহার থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করে। তাঁদের উদ্দেশ্য কবিতাকে এক নতুন জীবনের সন্ধান দেওয়া। কোনো উদ্দেশ্যবিহীন বা লক্ষ্যহীন বাক্যের বিপরীতে রূপকের ব্যবহার তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। প্রকৃত বাক্য, যখন তা সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করা হয়, তখন তা কল্পনাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ও সফল হয়। রূপকের ব্যবহার কবির বিশেষ দর্শন বা সচেতনতা যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারে না। অথচ কবির প্রধান দায়িত্ব হলো কল্পিত বিষয়কে সঠিকভাবে বর্ণনা করা। একইভাবে মাজায[২৬] ও ইস্তি'আরা[২৭] ব্যবহার থেকেও তাঁরা বিরত থাকতে চান। প্রাচীন কবিতায় একই কবিতায় একাধিক ইস্তি'আরা ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে চান তাঁরা। প্রাচীন কবিতায় একই কবিতায় একাধিক ইস্তি'আরা ব্যবহৃত হতো এবং প্রায়ই একই ইস্তি'আরাকে বারবার উল্লেখ করা হতো। সা'দ যাগলুলের সঙ্গে আলাপচারিতায় আক্কাদ বলেন যে, ইস্তি'আরা কবিতাকে

স্পষ্ট ও সুদৃঢ় করেত পারে কিন্তু তা কখনোই বাক্যের স্তম্ভ বা মেরুদণ্ড হতে পারে না। ইস্তি'আরার উদ্দেশ্য কোনো বিষয়কে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রকাশ করা, কিন্তু অতিরিক্ত ইস্তি'আরা সেই ভাবনাকে সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। কবির মননে কোনো বিষয় যদি ইস্তি'আরা ছড়াই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, তবে কোনো প্রকার ইস্তি'আরার প্রয়োজন নেই।[২৮]

দিওয়ান গ্রুপ কবিতার গঠনে তাশবীহ বা উপমার গুরুত্বকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে। প্রাচীন কবিতায় ব্যবহৃত উপমার প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে তাঁরা নতুন এক উপমা পদ্ধতির অনুসরণ করেন। তাদের মতে, উপমা তখনই কার্যকর হয় যখন তা বাস্তব অনুভূতি ও হৃদয়ের গভীরতা থেকে উৎসারিত হয়। উপমার মূল উদ্দেশ্য হলো ভাবকে স্পষ্ট করা, কিন্তু প্রাচীন কবিতায় উপমা নিজেই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতো। অনুভবযোগ্য বিষয়কে অনুভবযোগ্য বিষয়ের সাথে তুলনা করার মাঝে কোনো প্রকৃত স্বার্থকতা নেই, কারণ এই সাদৃশ্যতা সহজেই চোখে ধরা পড়ে। উপমা যদি দিতে হয়, তবে তা হওয়া উচিত মনের গভীরে সৃষ্ট মমতা, নিষ্ঠুরতা, নিরবতা, কিংবা কোনো স্মৃতিময় বিষয়ের সাথে। বাহ্যিক রূপ বা গঠন দেখে মনে অস্থিরতা আসে না, বরং অবস্থান ও মানসিকতার রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।[২৯]

'আক্কাদ কখনো ইবনু রুমীর অনুসরণে কাসীদা নূনিয়্যাহ রচনা করেন, আবার কখনো ইবনু ফারিদের অনুকরণে কাসীদায়ে খামরিয়্যাহ রচনা করেন। এই প্রাচীন দুই কবির রচনার মধ্যেও তিনি দিওয়ান স্কুলের সুরের ছোঁয়া খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা তঁদের যুগের মানবজীবনের দুঃখ-বেদনা, ভাবগাম্ভীর্য এবং বিশুদ্ধ শব্দচয়ন কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতেন, যা দিওয়ান স্কুলও অনুসরণ করে থাকে।[৩০] 'আক্কাদের রচনায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, মিসরের প্রাচীন নিদর্শন ও সভ্যতার পাশাপাশি আধুনিক মিসরের মানষের রাজনৈতিক আবেগ ও দেশাত্মবোধও প্রতিফলিত হয়। সা'দ যগলুল নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আক্কাদ জনতার আবেগের চিত্র তুলে ধরে ইয়াউমুল মি'আদ কবিতা রচনা করেন। কবিতার কিছু চরণ নিম্নরূপ–[৩১]

ما يبتغ الشعـــــب لا يدفعه مقتدر * من الطغاة ولا يمنعه مغتصـــب

فاطلب نصيبك شعب النيل واسم له * وانظر بعينيك ماذا يفعل الدأب

ما بين أن تطلبوا المجـــــد المعد لكم * وأن تنالوه إلا الـــعزم والطلب

"জনগণ যা চায়, তা একজন অত্যাচারী শাসকের পক্ষে প্রতিহত করা সম্ভব নয় এবং একজন লুণ্ঠনকারী তা দাবিয়ে রাখতে পারেনা। অতএব, তুমি তোমার নীল নদের অধিবাসীদের নিকট অধিকার চাও এবং তাদের দাবি তুলে ধরো। আর তোমার চোখ দিয়ে দেখো, স্বভাব কিভাবে কাজ করে। (হে মিশরবাসী!) দৃঢ় সংকল্প ও দাবি ব্যতীত তোমরা তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গৌরব অর্জন করতে পারবেনা।"

**শাওকীর সমালোচনায় 'আক্কাদ:** 'আক্কাদ ছিলেন শাওকীর কঠোর সমালোচক। তিনি মনে করতেন শাওকী একজন কবি নন বরং একজন পণ্য ফেরিওয়ালা। তাঁর মতে শাওকীর দৃষ্টিতে বাজারে পন্য বিক্রি করা এবং সাহিত্যিক সুনাম ও চিন্তার জগতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৩২] শাওকী তাঁর কবিতার বিনিময়ে সস্তা জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা অর্জন করতে চান। তাঁর কবিতা মানুষকে শুধু আনন্দ দেয়, আর মানুষ তা বুঝে না বুঝে তাঁর কবিতার সাথে তাল মিলিয়ে ঢোল বাজায়। 'আক্কাদ মনে করেন, মর্যাদা এমন একটি পণ্য যা টাকা দিয়ে কেনা যায়। শাওকীর প্রশংসাকাব্যের প্রসঙ্গে 'আক্কাদ বলেন, শাওকী প্রশংসার জন্য প্রতিদান গ্রহণ করেন।[৩৩] তিনি কৃত্রিমভাবে প্রশংসা করেন এবং তাতে অতিরঞ্জন করেন। তিনি শাওকীর কবিতার মর্মার্থকে ভিক্ষুকের কথার মর্মার্থের সাথে তুলনা করেন। তাঁর মতে, শাওকীর কবিতাগুলো যেন বিপণি প্রদর্শনীর মতো। শাওকী তাঁর **ريشة صادق** কবিতায় বলেন-[৩৪]

لله ريشة صـــادق من ريشـــة * تزرى طلاوتها بكل جديـد

كست الكتابة في المشارق كلها * حسنا وفكتها من التقـييد

تهدى لحسن الخـط كل مـقصر * وتمدّ في الإحسان كل مجيـد

أغلى لدى الكتّاب إن ظفروا بها * من ريشة الألماس عند الغِيد

"নিশ্চয় সত্যবাদীর কলমের পালক (নিব) এমন এক অমূল্য বস্তু, যার মহিমা নতুন কোনো জিনিসকেও মর্যাদাহীন করতে পারে। প্রাচ্যজুড়ে লেখনি সৌন্দর্যের পোষাক পরিধান করে আছে এবং প্রাচ্যকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছে। যে কোনো শিশুকে সুন্দর লেখনির জন্য পুরস্কৃত করা হয় এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। লেখকদের কাছে এটি মেঘের মধ্যে হীরার পালকের চেয়েও অধিক মূল্যবান, যদি তারা এটির সঠিক ব্যবহারে সফল হয়।"

'আক্কাদ মনে করেন যে, এই ধরনের কবিতা আবৃত্তি করা প্রতিভার অপচয় মাত্র। তাঁর মতে কবিতা প্রাণোদগত সৃষ্টি, যা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। শাওকীর ক্ষেত্রে কবি ও লেখকের মূল্যায়ন কবিতায় প্রকাশ করার অর্থ হলো

নিজের বাজার মূল্য বাড়ানো। অনেক ক্রেতা এমনও আছেন যারা পণ্যের প্রকৃত গুণ গোপন করে মানুষকে প্রতারিত করার জন্য অসত্য প্রচারণা চালান।[৩৫] 'আক্কাদ শাওকীর অপ্রাকৃতিক কবিতার সমালোচনা করেন। যেমন কবিতা[৩৬] -

كُلُّ حَيّ عَلى المَنِيَّةِ غــادي * تَتَوالى الرِكابُ وَالمَوتُ حادي
ذَهَب الأَوَّلونَ قَرناً فَـــقَرنا * لَم يَدُم حاضِرٌ وَلَم يَبــقَ بادي
هَل تَرى مِنهُمُ وَتَسمَعُ عَنهُمُ * غَيرَ بــــــاقي مَآثِرٍ وَأَيادي

"সকল প্রাণীই মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ করবে, যাত্রীরা ক্রমান্বয়ে আসবে আর মৃত্যু তাদের তাড়িয়ে নিবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেছেন। কোনো নগরবাসী বা গ্রামবাসী চিরস্থায়ী হননি। তুমি কি তাদের দেখতে পাচ্ছো এবং তাদের কথা শুনতে পাচ্ছো? তাঁদের কীর্তি ও দানশীলতা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

'আক্কাদ বলেন, শাওকীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এ কবিতার উদ্দেশ্য কী? জবাবে তিনি বলেন এটি মরণদর্শন। 'আক্কাদ সমালোচনায় বলেন, শাওকীর কবিতায় অশুভ এবং জীবনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে, এবং অর্থহীন মিথ্যা কথা আনা হয়েছে। শাওকীর এরূপ বর্ণনা কখনোই মৃত্যুদর্শন হতে পারেনা।[৩৭]

**'আক্কাদের কবিতা:** 'আক্কাদ হৃদয় থেকে উৎসারিত অনুভূতি কবিতায় প্রকাশের কথা বলেন, তিনি প্রাচীন ছন্দরীতি ও শব্দাবলির বিরোধী নন। তাঁর এমনি একটি কবিতা نبئيني "বোলো আমায়"।[৩৮] কবিতা-

| | |
|---|---|
| ওহে আমার আশা, আমার সান্ত্বনা ও শক্তি, | يا رجائـــي وســـــلوتي وعزائي |
| আমার সঙ্গী, যখন সবাই দূরে সরে যায়। | وأليفـــي إذا إجتواني الأليـــف |
| বলো আমায়, আমি তো জানি না, | نبئيني فلست أعـــلم مـــــاذا |
| তোমার সৌন্দর্য কেন এত মুগ্ধ আমার হৃদয়! | منك قلبي بحـسنه مشغـــوف |
| | كل حـــسن أراك أكبر مـــنه |
| যেকোনো সৌন্দর্যের চেয়ে তোমাকে দেখি মহিমান্বিত, | إن معناك تالـد وطريـــــــف |
| কারণ তোমার মহত্ত্ব প্রাচীনও বটে, নবীনও বটে। | لست أهواك للجمال وإن كان |
| আমি তোমায় ভালোবাসি না শুধু রূপের জন্য, | جميـلاً ذاك المحيا الــــعفيف |
| যদিও সে পবিত্র মুখশ্রী সত্যিই মোহময়। | لست أهـواك للذكاء وإن كان |
| | ذكاءً يذكي النهي ويشـــوف |
| আমি তোমায় ভালোবাসি না শুধু বুদ্ধির জন্য, | لست أهواك للدلال وإن كان |
| যদিও তা প্রজ্ঞাকে জাগ্রত করে, আলো ছড়ায়। | ظريفاً يصبـــــو إليه الظريف |
| আমি তোমায় ভালোবাসি না শুধু স্নিগ্ধতার জন্য, | لست أهواك للخصال وإن رف |
| যদিও তার আকর্ষণে মোহিত হয় স্নিগ্ধ আত্মা। | علينا منهـــــن ظـــــل وريف |
| | أنا أهواك أنـــــت أنت ولاشئ |
| আমি তোমায় ভালোবাসি না শুধু গুণের জন্য, | سوى أنت في الفـــؤاد يطيف |
| যদিও তার ছায়া আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করে। | إن حباً يا قلب ليس بمنـــسيك |
| আমি তোমায় ভালোবাসি শুধুমাত্র তোমার জন্য,<br>তোমার চেয়ে বেশি কিছুই আমার হৃদয়ে স্থান পায় না।<br>হে হৃদয়, যদি কোনো ভালোবাসা<br>তোমায় অপরূপ সৌন্দর্য ভুলিয়ে না দেয়, তবে তা দুর্বল ভালোবাসা। | جمال الجميل حب ضعيف. |

উক্ত কবিতায় একটি একক বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পঙক্তিসমূহের মধ্যে অর্থের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। পুরো কবিতার মধ্যে বোঝানো হয়েছে যে, মেধা ও চরিত্রই আসল সৌন্দর্য, আর দ্ব্যর্থহীন ভালোবাসাই

প্রকৃত ভালোবাসা। সৌন্দর্যের ভালোবাসা আসল ভালোবাসা নয়।

**'আক্কাদের মূল্যায়ন:** 'আক্কাদের কবিতা সাহিত্যের মান অতি উন্নত। সমালোচকদের মতে, 'আক্কাদ একজন সফল কবি। সাহিত্য সমালোচক ড. জাবের উসফোর 'আক্কাদের কবিতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: তিনি এমন একজন কবি ছিলেন, যিনি এটা বিশ্বাস করতেন না যে, কবিতা আবেগের একটি স্বয়ংক্রিয় প্রবাহ মাত্র বরং তিনি ছিলেন এমন একজন লেখক যিনি লেখার আগে চিন্তা করতেন কী লিখবেন। তাই তাঁর সাহিত্যে, রচনায় বুদ্ধিমত্তার বন্যা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতার নির্মাণে কঠোর যুক্তির ছাপ দেখা যায়, যা বিবেককে সংযত করে এবং বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রকাশ পায়। এখানে একজন দার্শনিক ও কবির গুনাবলির মেলবন্ধন ঘটেছে; তাঁর আবেগের সাথে সৃজনশীলতা ও চিন্তাভাবনা মিশ্রিত ছিল। তাঁর আবেগকে চিন্তার বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবিতাকে তিনি জীবন ও জগতের চিন্তাভাবনার আখড়ায় পরিণত করেছেন।

জাকি নাগিব মাহমুদ 'আক্কাদের কবিতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: 'আক্কাদের কবিতা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, এমন অনুভূতি সম্পন্ন যা কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে এবং সসীম যা অসীমের মধ্যে শেষ হয়। এটি সত্যিই মহৎ যে, তাঁর কবিতা অনেকটা স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মতো। তাঁর গ্র্যান্ড কবিতাগুলি গিজার পিরামিড বা কর্ণাটকের মন্দিরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাঁর ছোট কবিতাগুলো ফুল বা নদীর সাথে তুলনা করা যায়। এটাই কালজয়ী মিশরীয় শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য। মিশরকে যদি আপনি ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের জন্য ইতিহাসজুড়ে পরিচিত মনে করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, 'আক্কাদের কবিতায় মিশরের খাঁটি শিল্পের শিকড়ের সাথে যুক্ত একটি শক্তিশালী এবং দৃঢ় সত্তা।[৩৯]

১৯৩৪ সলে 'আক্কাদের সম্মানে আযবাকিয়্যাহ পার্কে অবস্থিত নাট্যমঞ্চে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে কবি, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মন্ত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় ড. তোহা হুসাইন আক্কাদের প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন- তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো কেন আমি আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে একমাত্র 'আক্কাদকে নির্ভরশীল মনে করি, আমার উত্তর একেবারেই সোজা। আমি 'আক্কাদের কবিতা শুনি বা কবিতায় ডুবে যাই, তখন আমি যেন নিজের কথা শুনতে পাই এবং মনে হয় আমি স্বীয় চিন্তাভাবনায় হাবুডুবু খাচ্ছি। আমি যখন 'আক্কাদের কবিতা শুনি, তখন আধুনিক মিশরের জীবনের কথা শুনি এবং আমার মনে আধুনিক আরবি সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভেসে ওঠে। একপর্যায়ে তোহা হুসাইন 'আক্কাদের তর্জুমাতু শায়তান বা শয়তানের অনুবাদ কবিতাটি পাঠ করেন। কবিতা পাঠ শেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, আমি প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপের কোনো কবিকে এমন কবিতা আবৃত্তি করতে দেখিনি। পরিশেষে তিনি বলেন, তোমরা 'আক্কাদের হাতে কবিতার পতাকা তুলে দাও এবং কবি-সাহিত্যিকদের বলো, তোমরা এ পতাকায় যোগ দাও এবং এটির উপর ভরসা রাখো। তোমাদের বন্ধু এ পতাকা তোমাদের জন্য উত্তোলন করে গেছেন।[৪০] খাফাজী বলেন- তিনি একজন আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী, বিজ্ঞ সমালোচক এবং স্ব-গঠিত লেখক, আরব বিশ্বের সাহিত্য ও কাব্যাঙ্গনের অগ্রসেনানী। তিনি ছিলেন একজন সংস্কারবাদী কবি, যিনি আবেগীয় শক্তি ও গভীর চিন্তার মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি একইসাথে সাহিত্য, চিন্তাধারা ও রাজনীতির ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেন, মাতৃভূমি ও চিন্তাধারার নানামুখী পরিসরে যোগ দেন এবং সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের আসনে ছিলেন।[৪১] 'আক্কাদ কবিতায় নতুনধারার কথা বললেও কখনো কখনো নিজেই নিজের রীতিনীতি ত্যাগ করে প্রাচীনধারায় কবিতা লিখেছেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত তাঁর দিওয়ানে বিদ্যমান আছে। যেমন[৪২]-

فاروق في البيـداء يصحبها * فلا السحاب علي رفعواالخيام
في طالـع الأيـام مرتقـــب * صلـح الزمـــــان لكـم بمقدمه
تيهوا بني البيـداء وافتخروا * أسـس تطاولـهــــــــا ولا جـدر
ولسـابغ الانعـام مدخـــــر * وازدادت الآصـــــــال والبكـر

"ফারুক মরুভূমিতে তাদের সাথে মিলিত হলেন, তারা মেঘের উপর তাঁবু তুললেন। তিনি আশাবাদী যে আগামী দিনে যুগের সাথে তোমাদের সন্ধি হবে। হে আল-বায়দার সন্তানেরা, তোমরা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াও এবং প্রতিযোগিতায় গর্বিত হও যেখানে কোনো সীমা নেই। গবাদি পশুদের জন্য খাদ্য সংরক্ষিত আছে এবং তা সকাল-সন্ধ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'আক্কাদের নীতি অনুযায়ী, তিনি প্রাচীন কবিতার অনুকরণে উপলক্ষ্য কবিতা (শি'রুল মুনাসাবাত) রচনার বিরোধী ছিলেন। তবুও তিনি বাদশাহ ফারুকের প্রশংসায় উল্লিখিত কবিতাটি রচনা করেন। কবিতার পদ্ধতি, উপস্থাপনা, গঠনকাঠামো এবং বিষয়বস্তুতে প্রাচীন কবিতার ছাঁচ প্রতিফলিত হয়েছে। একইভাবে, তিনি গজল কবিতার বিরোধী হলেও, নিম্নোক্ত কবিতা

গজলরূপে রচনা করেন। কবিতা:[৪৩]

يا يوم جناح هذي الأنجم * وتخطها قبل الأوان المبرم

"হে তার দূরবর্তী প্রতিশ্রুতির তারিখ, তুমি কি আকাশের সমস্ত ডানা দিয়ে দ্রুত দেখে ফেলতে পারো না? সূর্যকে তার আপন কক্ষপথে ভ্রমণ করতে দাও, কিন্তু তোমার জন্য আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা এখনও বজায় রয়েছে।" এভাবেই কবি ‘আক্কাদ তাঁর দিওয়ানে উল্লেখিত আধুনিক রীতি-নীতির অনুসরণ না করে প্রাচীন তাকলীদী পদ্ধতিতেও কবিতা রচনা করেছেন। সুতরাং ‘আক্কাদকে উমূদী, তাকলীদী (ঐতিহ্যবাদী, অনুকরণকারী) কবিও বলা যেতে পারে, যেমন তিনি আধুনিক কবিতার পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।

## উপসংহার

‘আক্কাদ স্বশিক্ষিত কবিদের কাতারে একজন বিশিষ্ট কবি। একাডেমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কবি নজরুলের সাথে তাকে তুলনা করা যায়। সাংবাদিকতায় তাঁর খ্যাতি যতটা প্রভূত্ব লাভ করেছে, কবি হিসেবে ততটা পরিচিতি তিনি পাননি। অথচ তাঁর বিশাল কবিতা সম্ভার রয়েছে, যা দশ খণ্ডে বিস্তৃত। তিনি সাধারণ কোনো কবি নন, বরং প্রাচীন কাব্যরীতির প্রতি বিদ্রোহ করে নতুন কাব্যরীতি প্রবর্তন করেন এবং দৃঢ়তার সাথে কাব্যাঙ্গনে স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী কাব্যপ্রজন্ম পথ চলার নতুন দিশা লাভ করেছে। মূলত যুগের চাহিদাকে উপজীব্য করে তিনি কবিতা রচনার প্রতি আহ্বান জানান। মানুষ, দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের চাহিদা কবিতায় তুলে ধরার পাশাপাশি রোমান্টিকধারার কবিতার প্রবর্তনে তিনি অগ্রনি ভূমিকা পালন করেন। যেখানে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

---

### টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] আব্বাস মাহমুদ আল ‘আক্কাদ, *আস-সিরাতুজ জাতিয়্যাহ: ‘আনা* (বৈরূত: দারুল কিতাব আল লুবনানি, ১৯৮৯), পৃ৮-২৮; সালাহউদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুন নওয়াব, *মাদারিছুস শি‘রিল ‘আরাবি* (কায়রো: দারুল কিতাব আল হাদিস, ২০০৫), পৃ. ১৫৯।

[২] আব্দুল আজীম হানাফী, *আল ‘আক্কাদ ফি জাকিরাতিল খামসীন* (আশ শারিকাহ: দারুস সাকাফাহ ওয়াল ই‘লাম, তাবি), পৃ. ৬০-১৬০; আহমাদ হায়কাল, *তাতাউরুল আদাব আল হাদিস ফি মিসর মিন আওয়াইলিল কারনিত তাসি ‘আশারা ইলা কিয়ামিল হারবিল কুবরা* (মিশর: দারুল মা‘আরিফ, ১৯৯৪), পৃ. ১৪৯।

[৩] জামালুদ্দীন রামাদী, *মিন ‘আলামিল আদাবিল মু‘আসির* ( জর্দান: দারুল ফিকরিল ‘আরাবি, তাবি), পৃ. ১৭-২৮।

[৪] মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, *আব্বাস আল-‘আক্কাদ, আমলাকুল আদাব আল ‘আরাবি*, আল ইয়াউমুস সাবি‘, সংখ্যা ৪৩০২।

[৫] শাওকী দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল ‘আরাবি* (আলেকজান্দ্রিয়া: দারুল ওয়াফা’, ২০০৬), পৃ. ৩৯।

[৬] *http://surl.li/lgiesl; http://surl.li/urhgqx*

[৭] আহমদ কাব্বিশ, *তারিখুশ শি‘রিল ‘আরাবি আল-হাদিস* (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৭১), পৃ. ২২৯।

[৮] ‘*আমলাকুল আদাব আল ‘আরাবি*, আল ইয়াউমুস সাবি‘, *প্রাগুক্ত*।

[৯] শাওকী দায়ফ, *মা‘আল ‘আক্কাদ*, পৃ. ৭৭; মাকতাবাতু আল মা‘রিফাহ, *https://maktbt-elmarafa.com*

[১০] সাইয়েদ সুলাইমান সাদাত আশকুর, *জামাআতুত দিওয়ান; আত তাকাদ্দুমুল আদাবি ওয়ান নাকদি ফিল কারনিল ‘ইশরীন*, মাজাল্লাহ: ইদা‘আত নাকদিয়্যাহ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুন ২০১১।

[১১] তাহির তানাজী লাতা, *হায়াতু মুতরান* (মিশর: আদ দারুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ, তাবি.), পৃ. ৩০৯।

[১২] সাদিক খোরসা, *মাজানিউশ শি‘রিল ‘আরাবি আল হাদিস ও মাদারিসুহু* (তেহরান: ইনতেশারাতে সিমত), পৃ. ১১৬।

[১৩] *প্রাগুক্ত*।

[১৪] মুহাম্মাদ মুস্তফা হাদ্দারা, *বুহুস ফিল আদাবিল ‘আরাবি আল হাদীছ* (বৈরূত: দারুস সাকাফা আল ‘আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৪), পৃ. ৩৬১।

[১৫] আব্দুল মুনইম খাফাজী, *আল-আদাবুল ‘আরাবি আল হদিস*, পৃ. ১২৯-১৫০।

[১৬] শাওকী দায়ফ, *আল আদাব আল মু‘আসির ফি মিশর*, (মিশর: দারুল মা‘আরিফ, তাবি, ১০ম সংস্করণ), পৃ. ১৪১; সাইয়েদ শাফী‘, *মিন আওরাকিন নাকদিল ‘আরাবি ফিল কারনিল মাদি*, মাজাল্লাত আলামাতিন ফিন নাকদ, খ. ৫৪ (জিদ্দা: আন নাদী আস সাকাফী, ২০০৪), পৃ. ১৯-২০।

[১৭] আব্দুর রহমান শুকরী, *আলামুল আদাব আলমুআসির ফি মিশর*, সমালোচনা সিরিজ, খ. ৩ (কায়রো: মাতবাআতু জাবলাবী, তাবি), পৃ. ১৩।

[১৮] *তারিখুশ শি‘রিল ‘আরাবি আল-হাদীছ*, পৃ. ২২৭-২৮।

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯।

[২০] *মিন আওরাকিন নাকদিল ‘আরাবি ফিল কারনিল মাদি*, পৃ. ৩৩।

[২১] আল-‘আক্কাদ ও আল মাযিনী, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ১৩০।

[২২] সুআদ মুহাম্মদ জাফর, *আত তাজদীদ ফি আল শি‘র ওয়ান নাকদ ‘ইনদা জামাআতিত দিওয়ান*, পিএইচডি থিসিস, আইনু শামস ইউনিভার্সিটি, জর্দান, ১৯৭৩, পৃ. ২৭১।

[২৩] মুহাম্মদ মুসায়িফ, *জামাআতুদ দিওয়ান ফিন নাকদ* (আলজেরিয়াঃ আল শারিকাতুল ওয়াতানিয়্যাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযি, ১৯৮২), পৃ. ৪৪।

[২৪] *মিন আওরাকিন নাকদিল ‘আরাবি ফিল কারনিল মাদি*, *প্রাগুক্ত*পৃ. ৩৭-৩৯।

[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

[২৬] মাজায এর সংজ্ঞাঃ أما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول (ড. আব্দুল আযীয আতীক, *ইলমুল বায়ান* (বৈরূতঃ দার আল-নাহদা, ১৯৮৫), পৃ. ১৩৮।

[২৭] ইস্তি‘আরা এর সংজ্ঞাঃ .الاستعارة هى استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي সায়্যিদ আহমাদ আল-হাশেমী, *জাওয়াহিরুল বালাগাহ*, *বাংলা* (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রী, তা.বি.), পৃ. ১৮৯।

[২৮] আব্দুল হাই দিয়াব, *শাইরিয়্যাতুল ‘আক্কাদ ফি মিযানিন নাকদিল হাদিস* (কায়রোঃ দারুন নাহদা আল-‘আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৫৭।

[২৯] *আদ-দিওয়ান ফিল আদাব ওয়ান নাকদ*, পৃ. ১৭-১৮।

[৩০] *তারিখুস শি‘রিল ‘আরাবি আল হাদিস*, পৃ. ২২৯।

[৩১] শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল ‘আরাবি আল মুআসির ফি মিশর*, পৃ. ১৪২।

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।

[৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

[৩৪] আহমদ শাওকী, *দিওয়ান*, পৃ. ১২০।

[৩৫] *আদ-দিওয়ান*, খ. ২, পৃ. ১২০

[৩৬] আহমদ শাওকী, *আশ-শাওকিয়্যাত*, খ. ৩ (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল- ‘আরাবি, ১৩ তম সংস্করণ, ২০০১),পৃ. ৫৫।

[৩৭] বাদাবী তাবানা, *আত-তায়্যারাত আল-মু‘আসিরাহ ফিন নাকদিল আদাবি* (বৈরূতঃ দারুস সাকাফা, ১৯৮৫), পৃ. ৩০৩।

[৩৮] *দীওয়ান*, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৬।

[৩৯] *https://maktbt-elmarafa.com/* عباس–العقاد–اعماله–و–اسهاماته–في–الادب/ তাং-০৫-০৪-২০২৪।

[৪০] *প্রাগুক্ত*।

[৪১] মুহাম্মদ আব্দুল মুনইম খাফাজী, *হারাকাতুত তাজদীদি ফিশ শি‘রিল ‘আরাবি* (আলেকজান্দ্রিয়াঃ দারুল ওফা’, ১ম সংস্করণ), পৃ. ৭৪।

[৪২] আবু শাবাব ওয়াসিফ, *আল-কাদীম ওয়াল জাদীদ ফিশ শি‘রিল ‘আরাবি আল হাদীছ* (বৈরূতঃ দারুন নাহদাহ, ১৯৮৮), পৃ. ৯৮।

[৪৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।